প্রথম অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি মূলত ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর হলেও পাশাপাশি বেশ কিছু অপরিহার্য গ্রন্থের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। সেই গ্রন্থগুলি সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহের সাহায্য নিয়েছি। এই উদ্দেশ্যে নিজস্ব সংগ্রহও কাজে লাগিয়েছি। কথ্যভাষা সংগ্রহের জন্য হাট-বাজার, বিভিন্ন মেলা, উৎসব প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। কখনও বা বাসে অটোতে, ট্রেনে যাত্রা করেছি ভাষা সংগ্রহের জন্য কখনও বালকদের সঙ্গে খেলায় আবার কখনও বা গাঁজার আসরে নিজেকে নিযুক্ত করেছি। অনেক সময় ক্ষেত্র সমীক্ষারও প্রয়োজন হয়েছে। তখন নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করেছি -----

সাধনী প্রস্তুত
↓
নমুনা চয়ন
↓
ক্ষেত্রসমীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহ
↓
তথ্য পর্যালোচনা

গবেষণার সীমাবদ্ধতাঃ-

আমরা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমার চারটি থানা ও তার তিরিশটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ৬২৮, ৭৪৪ জনের ওপর নির্ভর করে এই গবেষণা কর্মটি করেছি। প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ করে ওঠা সম্ভব না হয়ে উঠলেও আমরা তিরিশটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই সশরীরে উপস্থিত হয়েছি। চেষ্টা করেছি প্রত্যেক পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ গ্রাম সংসদে যাওয়ায়। তবু সীমাবদ্ধতা হয়তো কিছু থেকেই গেলো। আরও কিছু বিষয়ের ওপর এই মহকুমায় কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল দ্বিভাষিক ও ত্রিভাষিক পরিস্থিতি। ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ পেলে এই বিষয়ের ওপর কাজ করার ইচ্ছে রইল।

ক্ষেত্রসমীক্ষা বিষয়ক কিছু কথা

ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় ক্ষেত্রসমীক্ষার একটি আলাদা মূল্য রয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা না করে ভাষাবিজ্ঞানের কোনো ধারার গবেষণা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে উপলব্ধি করি তথ্য সংগ্রহে সাক্ষাৎকার গ্রহণ, আগে থেকে তৈরি করা ফর্ম পূরণ প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করলে তা দিয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানের গবেষণা কোনো দিনই সম্পূর্ণ হবে না। কারণ টেপ রেকর্ডার বা ভিডিও ক্যামেরার সামনে কাউকে কথা বলতে বললেই প্রত্যেকে সতর্ক রীতি অবলম্বন করে কথা বলে।

সমাজভাষাবিজ্ঞানীকে প্রচুর কথোপকথন সংগ্রহ করতে হয় — যা অবশ্যই সাধারণ স্বাভাবিক কথা হবে। কিন্তু কারো সাক্ষাৎকার নিলেই সেখানে সতর্কতার ফলে স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমরা টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করা কথোপকথনগুলি বিশ্লেষণ করতে বসে সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না।

তার পর গোপন কলম ক্যামেরার কথা মাথায় আসে। সেটি ব্যবহার করে রাস্তাঘাট, খেলাধূলা, ঝগড়া-বিবাদ, শোক-অনুতাপ প্রভৃতি বিষয়ের কথা রেকর্ড করতে সক্ষম হই। ঝগড়া-বিবাদে বা শোকাবহ পরিবেশে টেপ রেকর্ডার নিয়ে কথা রেকর্ড করতে গেলে যে আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা থেকে এতে নিজেকে রক্ষাও করা যায়। আর সেই সব মুহূর্তের উচ্চারণ রীতি, বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগ, শুনে শুনে মনে রাখা কখনোই সম্ভব নয়। তাই আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহে গোপন ক্যামেরার গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যবহৃত বর্ণ, চিহ্ন ও সংকেত

আঃ = আরবি
ইং ঃ= ইংরেজি
পো ঃ= পোর্তুগিজ
প্রা ঃ = প্রাকৃত
ফাঃ = ফারসি
বিঃভদ্র = বিশিষ্ট ভদ্র
মঃ বা ঃ = মধ্য বাংলা
সং = সংস্কৃত
স্থা. কুম্ভ= স্থানীয় কুম্ভকার
সাঃ ভদ্র ঃ সাধারণ ভদ্র
ক>খ = ক থেকে খ
খ>ক = খ থেকে ক
= ধাতু নির্দেশক

বানানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'আকাদেমি বানান অভিধান' গ্রন্থের বানানবিধি অনুসৃত হয়েছে। তবে শ্রেণিভেদে ব্যবহৃত রূপিমগুলির বানান উচ্চারণ অনুযায়ী করা হয়েছে।